দৈনিক বাংলা 2 ... 1986 পৃষ্ঠা ৪ কলাম

105

নিদ্রাহারী বিশ্বকাপ

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ

রাত তিনটায় টেলিফোন করলেন জনাব ইনাম আহমেদ। বাংলাদেশের প্রখ্যাত অভিনেতা ইনাম আহমেদ। বেতার ও টেলিভিশনের বিশিষ্ট সংবাদ পাঠিকা আসমা আহমেদ এবং বিশিষ্ট চারু ও কারুশিল্পী শাহাবুদ্দীন আহমেদের পিতা ইনাম আহমেদ।

টেলিফোনে বললেন, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি আপনাদের ইনাম আহমেদ। টিভিতে তো এতোক্ষণ মেক্সিকো আর বুলগেরিয়ার খেলা দেখলাম। রাত চারটায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বেলজিয়ামের মধ্যে খেলা। ওটাও তো ভাই আমার দেখতে হবে। আমি সোজা প্রেস ক্লাব থেকে আপনাদের অফিসে চলে এসেছি। কিন্তু এখানে তো দেখছি খেলা দেখা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি আপনার বাসায় চলে আসি। কি বলেন? আসবো চলে আপনার বাসায়?........

টেলিফোনের এপ্রান্তে জনাব ইনাম আহমেদ। ওপ্রান্তে দৈনিক বাংলার আমাদের এক সহকর্মী। তিনি থাকেন ধানমন্ডী সাতাশ নম্বর রোডের লাগোয়া শংকর এলাকায়। দৈনিক বাংলা অফিস থেকে বেশ দূরের পথ। সাংবাদিক সহকর্মী বন্ধুটি বললেন,—ঠিক আছে চলে আসুন। আমি বাসার সামনে রাস্তায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ঘটনাটি গত রোববার দিবাগত রাতের। কিন্তু কি ব্যাপার? কেন এতো রাতে জনাব ইনাম আহমেদের টেলিফোন। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা মাতিয়ে তুলেছে বাংলাদেশের ক্রীড়ামনস্ক লোকদের। রাতের ঘুম আর আরামকে দূরে ঠেলে রেখে তারা পরমানন্দে উপভোগ করছেন টেলিভিশনে মেক্সিকো থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা বিশ্বকাপের খেলা। মাতিয়ে তুলেছে আর সবার মতো ইনাম আহমেদকেও। এখন হয়েছে কি জনাব ইনাম আহমেদের স্ত্রী নাকি সোজা বলে দিয়েছেন, রাত জেগে খেলা দেখবে আর আমার ঘুমের ডিসটার্ব হবে—তা চলবে না। ইনাম আহমেদ-এর টেলিভিশন সেটটি রয়েছে তাঁর শোবার ঘরে। তিনি তা অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে খেলা দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও নাকি ভদ্রমহিলা রাজী নন। ইনাম আহমেদ পড়ে গেলেন মহাফাঁপড়ে। রাত জেগে খেলা দেখলে স্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত হবে, তা তিনি চান না। অথচ খেলা দেখবেন না তাও তো হতে পারে না। রোববার ১৫ই জুন থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন মেক্সিকো থেকে বিশ্বকাপের সবকটি খেলা সরাসরি সম্প্রচার শুরু করেছে। আমাদের বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী প্রতি রাত বারোটায় একটি খেলা এবং ভোররাত চারটায় আরেকটি খেলা। বুদ্ধি বের করলেন ইনাম আহমেদ।

রোববার দিবাগত রাতে তিনি চলে গেলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে। সেখানে মেক্সিকো বনাম বুলগেরিয়ার খেলাটি দেখলেন, ভেবেছিলেন, ওখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন। এবং তারপর রাতের দ্বিতীয় খেলাটিও দেখবেন। কিন্তু প্রথম খেলাটি হওয়ার পর প্রেস ক্লাবে দর্শকের সংখ্যা একেবারেই কমে গেলো। এক পর্যায়ে ক্লাবের কর্মচারীরা এসে বললেন, স্যার আমরা এখন ঘুমোতে যাবো। এখন কি করবেন ইনাম আহমেদ? হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন দৈনিক বাংলা অফিসে। নৈশপালা সাংবাদিক কর্মীরা তখন রাতের কাজের শেষে বাড়ি ফেরার জন্যে প্রস্তুত। রাত চারটায় খেলা শুরু হবে। চলবে ভোর ছ'টা অবধি। এতোক্ষণ কে বসে থাকবেন? যে কক্ষে টেলিভিশন রয়েছে সেই কক্ষেও তো তালা পড়বে। ছটফট শুরু করলেন ইনাম আহমেদ। দৈনিক বাংলার এক সহকর্মী বন্ধু একটি বুদ্ধি বাতলালেন। বললেন,—আমাদের অমুক সহকর্মী বন্ধুর বাড়ি তো আপনাদের সিলেটে। আলাপ আছে তাঁর সঙ্গে? ইনাম আহমেদ বললেন,—হ্যাঁ চিনি তাঁকে ব্যাস, সেই সাংবাদিক বন্ধু রাত তিনটের কয়েক মিনিট আগে টেলিফোন করলেন শংকরের বাসিন্দা সাংবাদিক সহকর্মীকে। তিনি রাতের প্রথম খেলা দেখে তখন সবেমাত্র ঘুমিয়েছেন। তাকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। দৈনিক বাংলা থেকে সাংবাদিক বন্ধুটি বললেন—নিন কথা বলুন। আপনি রাজী হলে আমার হোন্ডায় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোককে আপনার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি।

তারপর কথা বললেন, ইনাম আহমেদ। সাড়ে তিনটায় গিয়ে হাজির হলেন নিজের বাড়ি থেকে অনেক দূরের শংকরে সেই সাংবাদিক বন্ধুর বাড়ি। খেলা উপভোগ করলেন। খেলা দেখতে দেখতে একজন টগবগে তরুণের মতো ঘরকে ভরে রাখলেন তাঁর উল্লাস আর আনন্দের শব্দাবলীতে।

গত সপ্তাহের ফিচার পাতাতেও আমি বিশ্বকাপ ফুটবল সম্পর্কে লিখেছি। লিখেছি কীভাবে এই খেলা ফিলিপস ইন্টারন্যাশনাল আর বাংলাদেশ টেলিভিশনের সুকৃতির ফলে মাতিয়ে তুলেছে সবাইকে। আবার আজও সেই বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে লিখছি। আগামী ২৯শে জুন বিশ্বকাপের ফাইন্যাল খেলাটি শেষ না হওয়া অবধি বাংলাদেশ ঠিকই মেতে থাকবে ঘর থেকে দোকানে আর পার্কের খোলা ময়দানে টিভি সেটের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে। মেতে থাকবে আলোচনা আর বিশ্লেষণের তুখোড় আসরে। এখন যেমন মেতে রয়েছে হয়তো তার চেয়েও বেশি।

যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের চেয়ে এবারের বিশ্বকাপের খেলা টিভি দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছে অনেক বেশি। যাদের টিভি রয়েছে তাদের মতো যাদের টিভি নেই তাদেরও। এর পাশাপাশি রয়েছে অনেকের অনেক আফসোস আর দীর্ঘশ্বাস। আগামী ১৯শে জুন থেকে শুরু হচ্ছে দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন খেলা দেখার অবকাশ না পেয়ে। এছাড়া ঢাকার এবং বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন কলেজে শুরু হয়েছে প্রথমবর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার বার্ষিক পরীক্ষা। কোথায়ও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে পরীক্ষা। ঢাকার বিভিন্ন স্কুলেও শুরু হতে যাচ্ছে অথবা শুরু হয়ে গেছে হাফ ইয়ারলী পরীক্ষা। এইচএসসি এবং এসব পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা কি কেউ পড়া ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখছে না? হ্যাঁ তাও দেখছে। হয়তো অভিভাবকদের বারণ সত্ত্বেও দেখছে। এজন্য অভিভাবকরা নিশ্চয়ই চিন্তিত। ঘরে রয়েছে পরীক্ষার্থী আর তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক অভিভাবক প্রাণভরে উপভোগ করতে পারছেন না বিশ্বকাপের খেলা। এমন ঘটনাও রয়েছে। ঢাকার মগবাজার এলাকার একটি মাধ্যমিক স্কুলের খবর আমি জানি। সেই স্কুলে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগেই হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। শুনেছি সেই স্কুলের কিছু ছাত্রছাত্রী নাকি ধর্ণা দিয়েছিলো স্কুল প্রধানের কাছে পরীক্ষার তারিখ ২৯শে জুন অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা শেষ হওয়ার পর নেয়ার জন্যে।

এর বাইরেও আরো কিছু কিছু বিপত্তি যে একেবারেই নেই তাও নয়। কিন্তু বিনোদনের এই যে বিপুল আয়োজন, প্রাণের এতো বিপুল সম্ভার, ঢাকা ও বাংলাদেশের ঘরে বসে মেক্সিকোর নানা স্টেডিয়ামের গ্যালারীর দর্শকদের মতো খেলা দেখার এমন মোহন মুহূর্তের কাছে আর সব ঘটনা দেখছে তুচ্ছ হয়ে।

অতিথি বেড়েছে হচ্ছে নতুন আয়োজন

যাদের বাড়িতে টিভি রয়েছে বিশেষ করে কালার টিভি তাদের অনেকের বাড়িতেই বেড়ে গেছে রাতের অতিথির ভীড়। যাদের টিভি নেই এবং থাকলেও ঝামেলামুক্ত দেখার সুবিধা নেই তেমনি ধরনের লোকজন গিয়ে হাজির হচ্ছেন টিভি-ওয়ালা বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনের বাড়ি। বেড়ে গেছে মেহমানদারীর সামাজিক সৌজন্য কিংবা চায়ের কিছুটা বাড়তি কাজকাম। এদের হয়তো অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন, জুলাই মাসের পারিবারিক বাজেট থেকে কতোটা কাটছাট করতে হবে সে ব্যাপারে। শুধুমাত্র মামুলি চা-বিস্কুট দিয়ে তো রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা অবধি আতিথ্য গ্রহণকারী মেহমানদের আপ্যায়ন করা সম্ভব নয়। হাঁ, এবারের বিশ্বকাপের খেলা ঢাকার বহু বাড়ির পারিবারিক বাজেট একটু বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

তবে চিত্রের অন্য দিকও রয়েছে। যাদের বিত্তের রয়েছে জোর কিংবা বাড়তি খরচের অঢেল সুযোগ তাদের জন্যে এক সঙ্গে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাসায় বসে বিশ্বকাপের খেলা দেখা আর খাদ্য ভক্ষণে মশগুল থাকা এসেছে একটি 'কিগফান' হিসেবে। গুলশান এলাকার একটি বাসার খবর আমি জানি, যে বাসায় রোববার দিবাগত রাত থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখা উপলক্ষে প্রতি রাতের জন্যে আয়োজন করা হয়েছে জমজমাট পার্টির। আহারের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের পানীয়েরও বিপুল ব্যবস্থা। অনুমান করি, রাজধানী ঢাকায় খুঁজলে এমনি ধরনের বাসা ও এমনি ধরনের আয়োজনের আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

অনেক বাড়িতে আবার এনে দিয়েছে বিবাহ উৎসবের মতো আমেজ। ধানমন্ডী লেক-এর কাছাকাছি এক বাড়ির খবর শুনলাম। সংস্কৃতিমনস্ক এক ভদ্রলোকের বাড়ি। বাড়ির ড্রয়িং রুম থেকে তিনি সব আসবাব সরিয়ে দিয়ে বিছিয়ে দিয়েছেন ঢালা ফরাস। আর ব্যবস্থা করেছেন বিরিয়ানী ও নানা ধরনের মোগলাই খানার। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে এসে সবাই মিলে এক সঙ্গে খেলা দেখার জন্যে। একটি চিরকুট ধরনের আমন্ত্রণ লিপিও নাকি তিনি বিলি করেছেন। তাতে লেখা রয়েছে—খেলা দেখার বিরতিতে 'বড়া খানা'র ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম খেলা দেখার পর আরাম করে একটু গড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। হয়তো এই ঘটনারও আরো কিছু নজীর ঢাকায় পাওয়া যাবে।

বিদেশী এক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, থাকেন ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায়, এমনি এক পরিচিতজন আমাকে কয়েকদিন আগে একটি প্রস্তাব কিংবা পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। যেসব বন্ধুর বাড়িতে টিভি রয়েছে তারা সবাই এক সঙ্গে এক বন্ধুর বাসায় বসে খেলা দেখবেন। পালা করে বাসা বদল হবে। যে রাতে যার বাসায় খেলা দেখার আয়োজন করবেন সে রাতে মেহমানদারীর ভার সেই বন্ধুর। জানি না, এই পরিকল্পনাটি কার্যকর হয়েছে কিনা। হয়তো হয়েছে। কারণ আমার সেই পরিচিতজন এ ব্যাপারে দারুন সিরিয়াস।

ঢাকার কলাবাগানে বসিরউদ্দীন রোড মসজিদের পাশ দিয়ে যে গলি চলে গেছে সেখানকার এক বাসায় বেশ কিছু মেহমান বিছানা/বালিশ নিয়ে চলে এসেছেন। কয়েকজন তরুণ মেহমান। তারা এসেছেন গ্রাম থেকে। উদ্দেশ্য বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা আরাম করে দেখা এবং ঢাকা মহানগরী একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ানো।

কিছু কৌতূহল

ঢাকার ক্রীড়ামোদী দর্শকদের অনেকের মধ্যেই আবার একটি অন্য ধরনের কৌতূহল রয়েছে। এদের সবাই হয় আবাহনী নয়তো মোহামেডান স্পোর্টিং-এর সমর্থক। তাদের কৌতূহল—এই যে এতো বড়ো খেলা দেখার সুযোগ মিলেছে তার সদ্ব্যবহার কি এই দুই দলের কোচ ও খেলোয়াড়রা করছেন? তারা কি নিয়মিত খেলা দেখছেন? অনেকের মনে আবার দ্বিধা, পরের দিন যদি খেলা থাকে তাহলে আগের রাতে তা আর জেগে থেকে খেলা দেখা সম্ভব নয়। তাহলে কি হবে ভিডিও ক্যাসেটে এসব খেলা কি ধারণ করে রাখছেন এসব ক্লাবের কর্তৃপক্ষ? তাঁরা রাখছেন কি রাখছেন না সে খবর আমার জানা নেই। তবে একটি খবর আমি জানি। ঢাকার বেশ কিছু ভিডিও ক্লাব বা দোকানের মালিক অনেক খেলাই রেকর্ড করে রাখছেন। পরে ভাড়া দেয়া যাবে বলে।